সংবাদ পরিষেবা

জুন - ২০১৭

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

ষড়যন্ত্রী মশাই ...

২২/১১৫

সুব্রত কুণ্ডু

মুগ, অড়হর, সয়াবিন, টমেটো, লঙ্কা, আলু, পেঁয়াজ, শাক-সবজি, কমলালেবু, আম এবছর সব কিছুরই বাম্পার ফলন। কিন্তু চাষির বাজারে কোনো ফসলেরই দাম নেই। সরকার সব ফসল আবার নূন্যতম সহায়ক দামে কেনে না। যেগুলি কেনে তার জন্য চাষি যা পায় তাতে তার লাভ থাকে না। অতিরিক্ত ফলন হলে সরকার চাষি পিছু কোটা বেঁধে দেয়। ফলে ফড়েদের হাতে পড়ে বাধ্য হয়ে কম দামে ফসল বিক্রি করতে হয়। কারণ তার মজুত করার সাধ্য বা সামর্থ্য কোনোটাই নেই। যেবার উৎপাদন কম হয় সেবারেও বেশিরভাগ চাষি মার খায়। এর মধ্যেই যাদের একটু বেশি ফসল ফলে, তারা দাম কিছুটা বেশি পেলেও, ক্রেতাদের ভোট মারা যাবে বলে চাষিরাই দেশের জন্য বলি প্রদত্ত হয় নানারকম সরকারি বেসরকারি চাপে।

তাহলে এখন করণীয়? চাষ লাভজনক নয় ছেড়ে দাও। অথবা পরের প্রজন্মকে আর একাজে এনো না। গত ২৫ বছর ধরে এই একটাই রব 'মুক্ত বাজারের'। নয়তো চুক্তি চাষে যাও। নিজের জমিতে শ্রমিক হও। তোমার জন্য অনেকেই উন্মুক্ত দ্বারে বসে আছে পুঁজি নিয়ে । ঢুকে পড়। ভাবনা কী? সবই তো জোগাবে পুঁজি। কৃষিতো আর কৃষি নেই। এখন শিল্প হয়ে গেছে। কারণ কৃষির যা কিছু ইন্ধন, যেমন সার, বিষ, বীজ, জল (জমিটা পারা যায় কয়েকজন নির্বোধের চাপে) সবই এখন কর্পোরেটের দখলে। কৃষি, ঋণ, বীমা ভরতুকি বকলমে চলে যাচ্ছে কর্পোরেটের কাছে। চাষিদের বাজারে অংশগ্রহণের সুযোগ যে আইনে ছিল, সেই এপিএমসি আইন সংশোধন করে চাষির বাজারে কর্পোরেট ঢুকে পড়েছে।

এটা একটা ছক। দাবার ছকের মত খুব সন্তর্পনে চাল চেলে ক্রমশ 'মাত' করার দিকে এগোচ্ছে বাজার অর্থনীতির কারবারিরা। কিন্তু খেলাটা এত সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। সারা ভারতের চাষিরা জাগছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ থেকে মধ্যপ্রদেশ, সমগ্র উত্তর ভারত। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণেও। অতএব সাধু সাবধান।

মতামত নিজস্ব

লাভের চাষ

২২/১১৬

অঙ্কিতা কুমাবত রাজস্থানের আজমেঢ় শহরের পুর্ত দফতরের এক ইঞ্জিনিয়ার ফুলচাঁদ কুমাবতের মেয়ে। তিন বছর বয়েসে তার জন্ডিস হয়ে মৃত্যুর উপক্রম হয়েছিল। সে সময় ডাক্তার অঙ্কিতাকে খাঁটি দুধ খাওয়ানোর কথা বলে। কিন্তু কোথাও খাঁটি দুধ না পেয়ে ফুলচাঁদ একটা দুধেল দেশি গরু কিনে ফেলেন। এরপর অঙ্কিতা সুস্থ হয়ে ওঠে। আর ফুলচাঁদের খাঁটি খাবারের নেশা চেপে বসে। কিন্তু খাঁটি খাবার কোথায়? খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে না পেয়ে নিজেই জৈব পদ্ধতিতে চাষ শুরু করেন ফুলচাঁদ। সার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন গোবর, গোমূত্র। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তার গবাদি পশুর সংখ্যা। চাষও বাড়াতে থাকেন

তিনি, নতুন জমি কিনে। চাষবাসের কাজ খুব বেড়ে যাওয়ায়, ২০০৯ সালে সরকারি চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে নেন।

এসবের মধ্যে অঙ্কিতা তার স্কুল কলেজের পড়া শেষ করে এমবিএ পড়তে চলে আসে কলকাতায়। আর সেখান থেকে পাশ করে প্রথমে জার্মানি এবং পরে আমেরিকায় পাড়ি দেয় চাকরির জন্য। এই অবধি ঠিকই চলছিল। কিন্তু ফুলচাঁদের বয়স বেড়ে যাওয়ায় চাষের ব্যবসা সামাল দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি তখন অঙ্কিতার সঙ্গে আলোচনা করেন কীভাবে এই ব্যবসা টিকিয়ে রাখা যায় তা নিয়ে। বাবার কথা শুনে সব কাজ ছেড়ে দিয়ে অঙ্কিতা আজমেঢ় চলে আসে ও ব্যবসায় যোগ দেয়। অঙ্কিতা এখন মাত্রাতভ ডেয়ারি এবং অর্গানিক ফার্মিং এর একজন মালিক। চাষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই বলে এখন একটা কথা সরকারের পক্ষে থেকেই চারিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অঙ্কিতাদের উদ্যোগ দেখলে বোঝা যায় পরিকল্পনা মাফিক চাষবাস, অন্যের গোলামি থেকে, অনেক বেশি আর্থিক, সামাজিক, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকে লাভজনক।

চাষির সুরক্ষা

২২/১১৭

খাদ্য উৎপাদনে চাষিরা যে ভূমিকা পালন করেন তার স্বীকৃতি হিসেবে, ঝুঁকিতে থাকা চাষি এবং তার পরিবারের সামাজিক সুরক্ষার জন্য বিশ্বের সবদেশেরই অনেক কিছু করার আছে। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) একথা বলেছে। এফএও'র বক্তব্য, অনেক চাষিই সামাজিক এবং আর্থিক সুযোগ পান না। এজন্য সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় কর্মসূচিগুলি আরো শক্তিশালী করার অর্থনৈতিক যুক্তিগুলি সরকারের সামনে তুলে ধরার কাজ করছে এফএও। এফএও'র এই কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে চাষি এবং তার পরিবারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি, স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, দারিদ্র হ্রাস, খাদ্য এবং জীবন জীবিকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলির লক্ষ্য প্রধানত শিশু, নারী এবং তরুণদের প্রতি থাকে। এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পারিবারিকভাবে চাষাবাদে নিয়োজিত ছোট চাষিদের বিষয়টিও উপেক্ষিত থাকা উচিত নয় বলে, এফএও'র মনে করে।

দূষণে কলকাতা

২২/১১৮

'রক্তে বিষ মিশে আছে প্রিয়তমা' — কবিতার লাইন সত্যি হয়েছে। দিল্লি বা বেঙ্গালুরুর তুলনায় দূষণ অনেকটাই কম কলকাতায়। তবুও আজ বহুমাত্রিক দূষণের কবলে কলকাতা। নিঃশ্বাসের সঙ্গে রোজ নানা ধরনের বিষাক্ত উপাদান গ্রহণ করে কলকাতার মানুষ। এখানে বাতাসে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডের মাত্রা এবং কারখানা ও গাড়ির ধোঁয়া বাড়াচ্ছে হাঁপানি ও ফুসফুসের অসুখ। সুপ্রিম কোর্টের ঘোষণা অনুযায়ী, কলকাতার সবচেয়ে দূষিত এলাকা ট্যাংরা এবং তিলজলা। তবে শহরের যত্রতত্র ডাঁই করা আবর্জনা দেখলে মনে হবে, সারা শহরটাই দূষিত।

জীবন নদী

২২/১১৯

১০০ ফুট চওড়া নদী হয়ে গিয়েছিল ১৫ ফুট। কল-কারখানা আর মানুষের বর্জ্যে ভরে গিয়েছিল কেরলের কুট্টাম্পেরুর নদী। আলাপুজা জেলার বুদ্ধানুর পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত এই নদীর জলে প্রায় ২০০০ একর ধান চাষ হত। নৌকা চলাচল করত। কিন্তু গত দু'দশক ধরে আবর্জনার কারণে ধীরে ধীরে মজে গিয়েছিল এই নদী। কিন্তু স্থানীয় পরিবেশ কর্মীদের উদ্যোগে গত ২০১৩ সালে কুট্টাম্পেরুর পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়। কিন্তু টাকার অভাবে সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় ১০০ দিনের কাজের টাকায় এবছর জানুয়ারি মাসে আবার সংস্কারের কাজ শুরু করে পরিবেশ কর্মীরা। স্থানীয় মানুষেরাও একাজে হাত লাগায়। ফলে মাত্র ৭২ লক্ষ টাকায় ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদী নতুন জীবন লাভ করে। এখন কুট্টাম্পেরুর নদীকে ঘিরে সেখানকার বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠছে। পরিবেশকে অনেকটাই নির্মল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ নদীমাতৃক রাজ্য। কিন্তু আমাদের আশেপাশে বহু নদীই প্রতিদিন একটু একটু করে মরে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে তেমন উদ্যোগ নেই।

রামপালঃ সুন্দরবনে মাছ মরবে

২২/১২০

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে তার ছাই থেকে ৬৪০ কোটি টাকার মাছ মারা যাবে। সুন্দরবন এলাকার এই তাপবিদ্যুৎ থেকে বের হওয়া ছাই, নদী নালায় গিয়ে ক্ষতি করবে। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি থেকে বর্জ্য হিসেবে যে ছাই বের হবে, তাতে আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, লেড বা সিসা, পারদ, সেলিনিয়াম ও থেলিয়ামসহ বেশ কিছু বিষাক্ত ভারী ধাতু বের হবে। এগুলি সুন্দরবনের পরিবেশে ঢুকে দীর্ঘমেয়াদি দূষণ তৈরি করবে। সুন্দরবন বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে থাকার কারণে এই দূষণের প্রভাব এরাজ্যেও পড়বে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূষণ বিশেষজ্ঞ এ ডেনিস লেমনির, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কয়লার ছাইয়ের দূষণ নিয়ে করা এক

গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বাংলাদেশের এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠছে ভারত সরকারের সহযোগিতায়। ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন বা এনটিপিসি এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গড়ে তুলছে। আর বাংলাদেশে এই কেন্দ্র বাতিলের জন্য জোরদার পরিবেশ আন্দোলন শুরু হয়েছে।

দূষণে এগিয়ে ভারত

২২/১২১

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ২৫ বছরে বিশ্বের বেশি বায়ুদূষণ হয়েছে ভারত এবং বাংলাদেশে। এই তালিকায় চিনসহ আরো কয়েকটি দেশ রয়েছে। বাতাসে থাকা ক্ষতিকর কণা যাকে পি এম ২.৫ বলা হয়, তা মানব দেহে নানা রোগের সৃষ্টি করছে। এতে বিশ্ব জুড়ে মানুষ মারা যাচ্ছে প্রতি বছরই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা সংস্থা হেলথ এফেক্টস ইনস্টিটিউট এবং ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিকস অ্যান্ড ইভালুয়েশন-র ২০১৭ সালের এক যৌথ গবেষণায় বলা হয়েছে, বাতাসে ক্ষতিকর কণার কারণে বিশ্বে প্রতিবছর ৪২ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে। যার মধ্যে, ২০১৫ সালে চিনে ১১ লাখ ৬ হাজার, ভারতে ১০ লাখ ৯০ হাজার এবং বাংলাদেশে ১ লাখ ২২ হাজার জন মারা গেছেন।

সবুজ ছিল সাহারা

২২/১২২

সাহারা মরুভূমিও এক সময় সবুজ ছিল। মানুষের বসতি স্থাপনের জন্য ধীরে ধীরে আজকের মত হয়ে গেছে। আজকের সাহারা মরুভূমি হাজার বছর আগে ছিল সবুজের সমারোহ। সেখানে ছিল হাজার হাজার প্রজাতির গাছপালা। কালক্রমে প্রকৃতির অভিশাপে সাহারা এখন মরুভূমি। সাহারার সেই পরিবর্তন মানুষের হাতেই হয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিক ডাডেভিড রাইট। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের অধ্যাপক এবং দীর্ঘদিন ধরে তিনি আফ্রিকার পুরাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর দাবি, কৃষির জন্য মানুষের বসতি এবং তার জন্য ব্যাপক হারে গাছপালা কেটে ফেলার কারণে এই এলাকা গরম হতে শুরু করে। এভাবে গরম হতে হতে এক সময় তা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

জলবায়ু বদল ঃ অশনি সংকেত

২২/১২৩

শিল্পোন্নত দেশগুলি পরিবেশ রক্ষায় কোনো বিধি-বিধান না মানায় জলবায়ু বদলের প্রভাব পড়েছে ভারত বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে। একদিকে সাগর জলের উচ্চতা বৃদ্ধি, আবার অন্যদিকে অসময়ের খরা, বৃষ্টি, ঝড়, জলোচ্ছাসের বৃদ্ধি ঘটছে মাত্রাতিরিক্তভাবে। এর আর্থিকসহ বিভিন্ন ক্ষতির পরিমাণও বিশাল। এরকম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের আশায় ১৯৫টি দেশ মিলে ২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি করেছিল। কিন্তু বিশ্বের প্রধান দূষণকারী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন এই চুক্তি মানবে না বলে জানিয়েছে। এতে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে জোর ধাক্কা লাগবে। ফলে ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের বহু দেশ বিপন্ন হয়ে উঠবে।

লড়াই চাই

২২/১২৪

জলবায়ু পরিবর্তন যে আমাদের গ্রহের ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি তা অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। আর তাই এর মোকাবিলার কাজ নিরন্তর আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। এই বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিন হচ্ছে সর্বাধিক পরিবেশ দূষণকারী দুটি দেশ, যাদের কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণের প্রায় ৪০ শতাংশ। তা সত্ত্বেও প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরে যাওয়া হতাশাজনক। এই সরে যাওয়া ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ কমানো ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা তৈরির উদ্যোগের জন্য একটি বড় হতাশার বিষয়। প্যারিস চুক্তি ২০১৫ সালে গৃহীত হয়েছিল বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের সম্মতিতে। কেননা সবাই বুঝেছিল জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই পরিবেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

বন বাদ বরবাদ

২২/১২৫

পৃথিবীর প্রায় একশো ষাট কোটি মানুষ তাদের জীবনযাত্রার জন্য বনের ওপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে সাত কোটি হল আদিবাসী এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে এসব বনভূমির দেখভাল করে আসছে। বন আমাদের গ্রহের মানবসভ্যতার অস্তিত্বের জন্য অতি জরুরি। প্রাণী এবং উদ্ভিদের আশি শতাংশই এসব বনাঞ্চলে বসবাস করে। মানবসভ্যতার টিকে থাকা এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

(এসজিডি) অর্জনের জন্য এবং বিশ্বের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় বনের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবুও যুগের পর যুগ ধরে এর নির্বিচার ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা পৃথিবীর প্রাকৃতিক বনের এক বিরাট অংশকে ক্ষয় এবং ধ্বংস করে দিয়েছে। এখনও বছরে এক কোটি ত্রিশ লাখ হেক্টর করে বন নিধন করা হচ্ছে।

সুস্থায়ী উন্নয়নে নারীই মুখ্য

২২/১২৬

সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যের (এসডিজি) কেন্দ্রে রয়েছে নারীর ভূমিকা। রাষ্ট্রসংঘের মতে, সুস্থায়ী উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী পুরুষের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করা দরকার। কারণ নারীরা যদি সমাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারে, তবে বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠী একপাশে পড়ে থাকবে। তাই সমাজকে সফল হতে হলে প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা, নারীর যৌন ও প্রজনন অধিকারকে সুরক্ষা দেওয়া। ২০১৫ তে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (বা সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট গোলস) কী হবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব পড়েছে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের। এই সাধারণ পরিষদ বা জেনারেল অ্যাসেম্বলিতেই এখন সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যের আলোচনা চলছে।

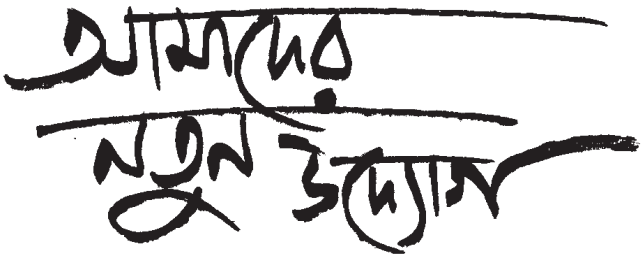

কথায় বলে কালি-কলম-মন লেখে তিনজন। কিন্তু লেখাশেষের পরও আরো তিনজনকে লাগে। যারা ফুটে ওঠা অক্ষরমালার বানান-বাক্য-বিষয়ে ফাইনাল টাচ দেয়, লাগিয়ে দেয় তুলির রূপটান, আর তারপর সাজিয়ে গুছিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে ছাপে। এঁরা হলেন সম্পাদক, শিল্পি আর মুদ্রক।

আমাদের, এই রং-তুলি-কলম-ক্যামেরা-অফসেট-অফুরান এক কর্মশালা আছে। বই প্রকাশ করতে চাইলে আমরা আপনাকে এই সহযোগ দিতে পারি। কিংবা যদি আপনার রচনা ভাষান্তর করাতে চান ইংরেজি বা বাংলায়, আমাদের অনুবাদ-কুশলতা সেখানে কাজে লেগে যেতে পারে। আর যদি মনে হয় সরিয়ে রাখব কালি-কলম, মনকে টান দেয় ভিডিও-ভাষার আলোছায়া, তবে খালি বিষয়-উপাদান-আনুষঙ্গিক জানিয়ে দিলে আপনার জন্য বানিয়ে দিতে পারি এক পূর্ণাঙ্গ ভিডিও ফিল্ম।

আপনার বই, আপনার পত্রিকা ও আপনার ভিডিও-ছবি বানাতে আমরা এই কারিগরনামা নিয়ে সর্বতো-সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত।

বলতে পারেন এ আর এক 'উদ্যোগপর্ব'। তবে কথা অমৃত সমান ... এর মারণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নয়। বরং বিকল্প নির্মাণ ভাবনাকে দেখতে চাওয়া আর এক মহাকাব্যিক মাত্রায়!!

দূরভাষ ঃ ডিআরসিএসসি ৯১৮৬৯৭৯৭০১১৪

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু